

সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতিমার সূনাতে ভরা বয়ান

27-October-2016



সকল প্রকার নেশা হারাম

(BANGLA)

সকল প্রকার নেশা হারাম

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সূনাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে
 নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে
 থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে।

দরুদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন হযরত সাযিয়দুনা আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন:
 “তোমাদের আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা তোমাদের দোয়া সমূহের নিরাপত্তা,
 রব তাআলার সন্তুষ্টির কারণ এবং তোমাদের আমলের পবিত্রতার মাধ্যম।”

(আল কওলুল বনী, বাবুস সানী ফি সাওয়াবিস সালাত, পৃষ্ঠা ২৭০)

গর ছে হে বে হদ কুসুর তুম হো তুম হো আফো ও গফুর,

বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দরুদ। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে
 কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হচ্ছে:
 “نَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

- (১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

* দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
 * হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। * প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।
 * ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। * **تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ، اذْكُرُوا اللَّهَ! صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। * বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

খ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দূর্ভাগ্য বশত আমাদের সমাজের একটি বিরাট অংশ নিত্য নতুন নেশার মন্দ অভ্যাসে পতিত হচ্ছে। এই বিভিন্ন ধরনের নেশা দ্রব্য দ্বীন ও ঈমান, জান ও মাল এবং স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আফসোস! কেউ মদের নেশায় মাতাল, কেউ বা ভাঙ, আফিন, গাঁজা ইত্যাদিতে নিজের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং একটি বিরাট অংশ বিড়ি, সিগারেট, পান, গুল, সুপারী ইত্যাদীতে লেগে আছে।

এসব ব্যবহারের মূল কারণ হচ্ছে, মন্দ বন্ধু বান্ধবের (নেশাখোর) সঙ্গ, বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া উচ্চ মূল্যের পাশাপাশি দ্বীন থেকে দূরে এবং কোরআন হাদীসে বর্ণনাকৃত সতর্কতা সম্পর্কে অজ্ঞতা। মনে রাখবেন! বর্ণনাকৃত বিষয়াদী যেমন বিড়ি, সিগারেট, পান, গুল ইত্যাদী যদিও নেশা জাতীয় নয়, কিন্তু কোন না কোন ভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তো বটে।

আসুন! বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নেশা জাতীয় দ্রব্যের ধ্বংসাত্মকতা সম্পর্কে শুনি, যেন এসবের দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতিসমূহ শুনে আমাদের নতুন প্রজন্ম নিজেকে এসব বদ অভ্যাস থেকে দূরে থাকে এবং নেশার আপদে আপতিত সকল লোকও নিজেকে নেশার ভয়াবহতা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। আসুন প্রথমে একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

নেশাখোর সুধরে গেলো

হুজ্জাতুল ইসলাম, হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “ইহইয়াউল উলুম”এ লিখেন: হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন যাকারিয়া গালাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি একরাতে হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি মাগরীবের নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নেশায় মত্ত এক যুবক তাঁর পথরোধ করলো, যে একজন মহিলার হাত ধরে নিজের দিকে টানছিলো, মহিলাটি সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে লোকেরা সেই যুবককে মারার জন্য জড়ো হয়ে গেলো। হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই যুবককে দেখে চিনে ফেললেন এবং লোকদের বললেন: আমার ভাতিজাকে ছেড়ে দিন। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: হে ভাতিজা! আমার কাছে এসো। তখন সেই যুবক লজ্জায় পড়ে গেলো, তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকের সাথে লাগালেন বা তাকে বললেন: আমার সাথে চলো। সুতরাং সে তাঁর সাথে চলতে লাগলো, এমনকি তাঁর ঘরে পৌঁছে গেলেন। তিনি তাঁর এক গোলামকে বললেন: আজরাতে একে তোমার সাথে শোয়াও, যখন তার নেশা কেটে যাবে তখন সে যা কিছু করেছে, তা তাকে বলবে এবং তাকে আমার কাছে আনার পূর্বে যেতে দিবে না। সুতরাং যখন তার নেশা কেটে গেলো তখন খাদেম তাকে সবকিছু বললো, যার কারণে সে অনেক লজ্জিত হলো এবং কান্না করতে লাগলো, আর ফিরে যেতে চাইলো, তখন গোলাম বললো: হুযুরের আদেশ যে, তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার। সুতরাং সেই যুবককে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সেই যুবককে বললেন: তোমার কি নিজের বংশের প্রতি লজ্জা হয় না?

তোমার কি নিজের আভিজাত্যের প্রতি লজ্জা হয় না? তুমি কি জান না যে, তোমার পিতা কে? তুমি আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করো এবং যে কাজে লেগে আছো তা ছেড়ে দাও। সেই যুবক নিজের চেহারা নত করে কাঁদতে লাগলো, অতঃপর সে নিজের মাথা উঠিয়ে বললো: আমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট ওয়াদা করছি, যে ব্যাপারে কিয়ামতের দিন আমার নিকট প্রশ্ন করা হবে, ভবিষ্যতে আমি কখনো নেশা জাতীয় দ্রব্য স্পর্শ করে দেখবো না এবং কখনো কোন মহিলার প্রতি হাত বাড়াবো না আর আমি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাওবা করছি। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: আমার কাছে এসো। অতঃপর তিনি তার মাথায় চুমু দিয়ে বললেন: হে আমার সন্তান! তুমি তাওবা করে অনেক ভাল কাজ করেছো। এরপর সেই যুবক তাঁর মজলিশে অংশগ্রহণ করতে লাগলো এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস শরীফ লিখতে লাগলেন।

(ইহইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ১১৭৬ পৃষ্ঠা)

শরাবে মাহাব্বাত কুছ এয়য়ছি পিলা দে কাভি ভি নেশা হো না কম ইলাহী!
মুঝে আপনা আশিক বানা কর বানা দে তু সর তা পা তাসবীরে গম ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, নেশা কেমন মন্দ জিনিস, এটা কিরূপ অহেতুক আচরণ করতে উদ্ভুদ্ধ করে, যেখানে সেখানে অপমান ও অপদস্থ করে দেয়, মনে রাখবেন! নেশা মানুষের জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে দেয়, মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর স্বরণ থেকে উদাসীন করে অবাধ্যতা মূলক কাজে লিপ্ত করে দেয়, আক্রোশ ও ক্ষতি করাতে উদ্ভুদ্ধ করে, গালা-গালি এবং ঝগড়া-বিবাদে উদ্ভুদ্ধ করে, ভাল মন্দের পার্থক্য নষ্ট করে দেয়, আপন ও পরের ভেদাভেদ মিটিয়ে দেয়, মানুষ স্ত্রী এবং বোনকেও مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ পার্থক্য করতে পারে না, এমনকি মা-বাব যারা নিজেরা এতো কষ্ট করে তাকে লালন-পালন করেছে, মানুষ করেছে, তার প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখেছে, সারা জীবন সকল দুঃখ থেকে তাকে দূরে রেখেছে, তার খুশিতে নিজের খুশিকে কোরবান করেছে, সর্বদা নিজের খুশির উপর তার খুশিকে প্রাধান্য দিয়েছে,

কিন্তু নিপাত যাক সেই নেশা, যার কারণে মানুষ নিজের পিতা মাতার শুধু অবাধ্যতা করে না বরং তাদের অপমান করা এবং তাদের নিকৃষ্টভাবে কষ্ট দিতেও পিছপা হয় না এবং এভাবে মানুষ নেশায় মত্ত হয়ে গুনাহের এক অশেষ ধারাবাহিকতা শুরু করে দেয়। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের সমাজে যেখানে অন্যান্য আরো অনেক মন্দকাজ মাথাচারা দিয়ে উঠেছে, সেখানে নেশাও আরো শক্তভাবে নিজের ভিত্তি গড়ে নিয়েছে, আজ বড় একটা অংশ রয়েছে, যারা নেশায় আসক্ত। পুরুষ হোক বা নারী, বৃদ্ধ হোক বা যুবক বা বালক, ধনী হোক বা গরীব, অফিসার হোক বা কর্মচারী, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত মোটকথা বিভিন্ন পেশাজীবী, বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য মানুষ জানা অজানায় কোন না কোন নেশার ভয়াবহতায় জঘন্যভাবে ফেঁসে আছে। বিভিন্ন ধরনের নেশা যেমন; ভাঁড়, আফিন, গাঁজা, নেশার ইনজেকশন এবং মদ ইত্যাদি দিন দিন প্রসার হচ্ছে। আহ! মানুষ কিরূপ বোকা যে, একদিকে তো নিজেরই জান মাল এবং মান সম্মান নষ্ট হচ্ছে এবং অন্যদিকে আল্লাহ্ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অবাধ্য হয়ে তাঁদের অসন্তুষ্ট করা হচ্ছে। অথচ কোরআনে করীমে স্পষ্টভাবে সম্পদকে অহেতুক ভাবে নষ্ট করা এবং নিজেকে নিজে ধ্বংসের দিকে নিষ্ক্ষেপ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন; পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈল এর ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۝

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۝

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানদের ভাই এবং শয়তান আপন রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

তাছাড়া পারা ২ সূরা বাকারা এর ১৯৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۝

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এবং নিজেদের হাতে ধ্বংস মধ্যে পতিত হয়ো না

ইসলামে নেশার নিন্দা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ইসলাম নিজের প্রিয়দের উপকার ও ক্ষতির প্রতি কিরূপ খেয়াল রাখেন এবং দীন ও দুনিয়ার সম্পর্কিত ক্ষতিকারক বিষয় থেকে বাঁচার এবং উপকারী বিষয় সমূহ অবলম্বন করার আদেশ দেন, এই কারনেই নেশা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারও খুবই অপছন্দনীয় এবং নিষেধ করা হয়েছে, কেননা নেশা ধ্বংস ও অহেতুক খরচের কারণ হওয়ার পাশাপাশি দীন ও দুনিয়ার অনেক শারিরীক এবং সামাজিক অবক্ষয়ের সমষ্টি।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

(পারা ৭, সূরা মায়েরা, আয়াত ৯০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর অপবিদ্রুই, শয়তানী কাজ। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো।

নেশার ভয়াবহতার অনুমান এই বিষয় থেকেও করতে পারেন, আল্লাহ তাআলা নেশাবস্থায় নামাযের মতো মহান ইবাদতের নিকটে যাওয়া থেকেও নিষেধ করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا

الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকট যেওনা!

কোরআনে কারীম ছাড়াও অনেক হাদীসে মুবারাকায়ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সম্পর্কে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আসুন এই প্রেক্ষিতে চারটি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি:

(১) উম্মল মুমিনিন হযরত সাযিয়াদাতুনা উম্মে সালামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন:

“نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ نُسْكِيرٍ وَمُقْتَرٍ نَشَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَرْتَاۗءُ رَاسُلُوۡنَا هُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَشَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ نُسْكِيرٍ وَمُقْتَرٍ نَشَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَرْتَاۗءُ رَاسُلُوۡنَا هُ
নেশার জাতীয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী সকল বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন।”

(আবু দাউদ, কিতাবুল আশরাবা, ৩/৪৬১, হাদীস নং-৩৬৮৬)

(২) তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ইরশাদ করেছেন: “اَسْكُرْ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ” অর্থাৎ যে জিনিষের বেশি পরিমাণ ব্যবহার নেশা সৃষ্টি করে, এর সামান্য পরিমাণও হারাম।”

(আবু দাউদ, কিতাবুল আশরাবা, ৩/৪৫৯, হাদীস নং-৩৬৮১)

(৩) একবার শীত প্রবন এলাকায় বসবাসকারী এক ব্যক্তি নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: **ইয়া রাসুলাল্লাহু صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!** আমরা একটি শীত প্রবন এলাকায় থাকি এবং সেখানে কঠোর পরিশ্রম করি এবং আমরা গম দিয়ে একপ্রকার পানীয় বানাই, যার কারণে আমাদের কাজে এবং আমাদের এলাকার শীতের প্রতি ক্ষমতা অর্জন করি। **হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করলেন: সেই পানীয় কি নেশা সৃষ্টি করে? আরয করা হলো: জি, হ্যাঁ! ইরশাদ করলেন: তা থেকে বেঁচে থাকো। আরয করা হলো: লোকেরা তা পান করা ছাড়বে না। ইরশাদ করলেন: যদি না ছাড়ে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। (আবু দাউদ, কিতাবুল আশরাবা, ৩/৪৬০, হাদীস নং-৩৬৮৩)

(৪) নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

“كَيْشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَوِّنَهَا بِغَيْرِ لِسِيهَا” অর্থাৎ অবশ্যই আমার উম্মতদের মধ্যে কিছু লোক মদকে নাম পরিবর্তন করে পান করবে।”

(আবু দাউদ, কিতাবুল আশরাবা, ৩/৪৬১, হাদীস নং-৩৬৮৮)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:

যে জিনিসই নেশা সৃষ্টিকারী তা পাতলা হোক যেমন মদ ইত্যাদি বা শুকনো হোক যেমন আফিন, ভাঙ, গাঁজা ইত্যাদি তা হারাম। (মিরাতুল মানাযিহ, ৫/৩২৯) সুতরাং সকল প্রকার নেশা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। আহ! দুনিয়াবী নেশা থেকে আমাদের জান ছুটে যাক এবং আমাদের উপর যেন আল্লাহু তাআলা ও তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসার নেশা লেগে যায়।

রাহো মাস্ত বে খুদ মে তেরী বিলামে, পিলা জাম এয়সা পিলা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআন ও হাদীসের আলোকে নেশা হারাম হওয়া সম্পর্কে শুনলাম, আসুন! এবার হাদীসে পাকের আলোকে এর কিছু সর্তকতা সম্পর্কে শুনি, যেন আমাদের অন্তরে খোদাভীরুতা সৃষ্টি হয় এবং আমরা নেশার মতো ঘৃণিত আপদ থেকে নিজেও দূরে থাকি এবং আমাদের সমাজকেও বাঁচাই।

মদের প্রতি তিরস্কার

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

“اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مَفْتَاخُ كُلِّ شَرٍّ” অর্থাৎ মদ থেকে দূরে থাকো কেননা তা মন্দের চাবি।” (মুসতাদরিক লিল হাকীম, কিতাবুল আশরাব, ৫/২০১, হাদীস নং-৭৩১৩)

হযরত সাযিয়্যুনা ওসমান গনী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আমি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি যে, উম্মুল খাবাইস অর্থাৎ সকল মন্দের মূল হলো মদ। এর থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, বিগত যুগে এক আবিদ ছিলো এবং সে লোকদের কাছ থেকে আলাদা থাকতো, এক মহিলা তাঁর প্রেমে পড়ে গেলো, সে ঐ ব্যক্তির নিকট তার খাদিমাকে পাঠালো যে, তাঁকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডেকে নিয়ে এসো, যখন সে ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করছিলো তখন খাদিমা একে একে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলো, যখন ভেতরের ঘরে পৌঁছলো দেখলো যে, এক সুন্দরী মহিলা বসে আছেন আর তার পাশে এক যুবক এবং পাত্রে মদ সাজানো, আমি তোমাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকিনি বরং এজন্য ডেকেছি যে, তুমি হয়তো এই যুবককে হত্যা করো অথবা আমার সাথে মন্দ কাজে লিপ্ত হও অথবা এক পেয়ালা মদ পান করো, যদি তুমি এই বিষয়ে অস্বীকার করো তবে আমি চিৎকার করবো এবং তোমাকে অপমানিত করবো। যখন সে দেখলো যে, আমাকে কিছু করতেই হবে তখন বললো: এক পেয়ালা মদ আমাকে পান করিয়ে দাও, যখন সে এক পেয়ালা পান করে নিলো তখন বলতে লাগলো আরো দাও, অনেক পান করার পর তার সাথে মন্দ কাজে লিপ্ত হও হলো এবং

সেই যুবককে হত্যাও করলো, সুতরাং মদ পান করা থেকে বেঁচে থাকো। খোদার কসম! ঈমান ও মদ পানের অভ্যাস পুরুষের বুকে একত্র হতে পারে না, শ্রীঘ্নই এদের মধ্য হতে একে অন্যকে বের করে দেবে। (ইবনে হাব্বান, কিতাবুল আশরাবা, ৭/৩৬৭, হাদীস নং-৫৩২৪)

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এক স্থানে মদ পান করার প্রতি ভীতি প্রদর্শন করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্যই মদ, প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম এবং যে নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করলো তার চল্লিশ দিনের নামায কম করে দেয়া হবে, অতঃপর যদি সে তাওবা করে নেয় তবে আল্লাহ্ তাআলা তার তাওবা কবুল করে নেয় (তাছাড়া বার বার তাওবা করা এবং আবার সেই কাজে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে ইরশাদ করেন) যদি চতুর্থবার এরূপ করে তবে আল্লাহ্ তাআলার উপর হকু রয়েছে যে, তাকে “তিনাতুল খাবাল” থেকে পান করিয়ে দেয়ার। আরম্ভ করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! “তিনাতুল খাবাল” কি? ইরশাদ করলেন: জাহান্নামীদের পুঁজ।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আশরাবা, ৩/৪৫৯, হাদীস নং-৩৬৮০)

হযরত সাযিদ্‌না আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মদ সম্পর্কিত দশ ব্যক্তির উপর অভিষাপ করেছেন: (১) মদ যে তৈরী করে তার উপর। (২) মদ যার জন্য বানানো হয়েছে তা উপর। (৩) মদ পানকারীর উপর। (৪) মদ বহনকারীর উপর। (৫) মদ বহন করে যার নিকট আনা হয়েছে তার উপর। (৬) মদ পান করতে উদ্বুদ্ধকারীর উপর। (৭) মদ বিক্রেতার উপর। (৮) মদ বিক্রির টাকা ভক্ষনকারীর উপর। (৯) মদ ক্রেতার উপর। (১০) যার জন্য ক্রয় করা হয়েছে তার উপর।

(তিরমিযী, কিতাবুল বি'ওয়া, ৩/৪৭, হাদীস নং-১২৯৯)

হযরত সাযিদ্‌না আবু উমামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন: আমার ইজ্জতের কসম! আমার যে বান্দা মদের এক ঢোকও পান করবে আমি তাকে ততটুকু পুঁজ পান করাবো এবং যে বান্দা আমার ভয়ে তা ছেড়ে দেবে, আমি তাকে পবিত্রতম হাউস থেকে পান করাবো। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদিন আনসার, ৮/২৮৬, হাদীস নং-২২২৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেই সৌভাগ্যবান মুসলমানদের জান্নাতে শরাবান তাহুরা অর্থাৎ পবিত্র শরাব পান করানো হবে, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ায় মদ পান করা থেকে বেঁচে থাকবে। সেই পবিত্র শরাব পান করে না চক্কর আসবে, না মাতাল হবে, না বমি হবে, না জ্ঞান লোপ পাবে, সেই শরাব কেমন হবে? তবে শুনুন পারা ৩০ সূরা মুতাফফিফিন এর ২৫-২৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾
 خِتْمُهُ مِسْكَ ۗ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
 الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمَرَجَهُ مِنْ تَسْنِيمٍ
 ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

(পারা ৩০, সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত ২৫-২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে, যা মোহরকৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে; এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর উপর এবং এরই উপর চাই আকাজ্জাকারীদের আকাজ্জা করা। এবং তার সথমিশ্রণ হচ্ছে ‘তাসনীম’-এর সাথে, সেই ঝরণা, যা থেকে (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করেন।

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه তাফসীর “নূরুল ইরফান” এ এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় বলেন: رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (রাহিক ই মাখতুমা) শরাবান তাহুরা ব্যতীত অন্য শরাব বা বোতলগুলোতে প্যাকেট করা হয়েছে। শরাবান তাহুরা এর নহর হবে। শরাবান তাহুরা তো দুনিয়াবী শরাব (মদ জাতীয়) থেকে বিরত থাকার পরিবর্তে পাওয়া যাবে। আর এই শরাব অর্থাৎ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (রাহিক ই মাখতুমা) ইশকে ইলাহী ও ইশকে মুস্তফার সুধা পান করার পরিবর্তে হবে। দুনিয়ার আশিকগণ ওই ইশকের শরাব পান করেছিলেন, যার উপর শরিয়তের মোহর ছিলো। এ কারণে, সেখানেও মোহরকৃত শরাব পাওয়া যাবে। জান্নাতে তিন ধরনের শরাব থাকবে: (১) “শরাবান তাহুরা” যার নহর প্রত্যেকের ঘরে পৌঁছবে, (২) “رَحِيقٍ مَخْتُومٍ” (রাহিক ই মাখতুমা) যা বোতলগুলোতে প্যাক করা থাকবে, (৩) “তাসনীম” যার কয়েকটা মাত্র ফোঁটা رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (রাহিক ই মাখতুমা) এ সুগন্ধির জন্য মেশানো হবে এবং তা বিশেষ নেককারগণ পান করবেন এবং নৈকট্যধন্যগণই খাঁটি “তাসনীম” পান করবেন।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঙ্গমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাফসীর “নূরুল ইরফান” এ আরো বলেন: সাধারণ জান্নাতীদেরকে তো “তাসনীম” এর কয়েক ফোঁটা মিশ্রিত করে ‘শারাবান তাহুরা’ বা ‘رحيق مختوم’ (রাহিক ই মাখতুমা) দেওয়া হবে। কিন্তু নৈকট্যধন্যগন সর্বদা ‘তাসনীম’ পান করবেন, কেননা তাদের ঘরে ‘তাসনীম’ এর ফোয়ারা থাকবে। ‘তাসনীম’ এর স্বাদ ও সুগন্ধি মাখলুকের ধারণার বাইরে।

إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ পান করলেই বুঝা যাবে, রব (আল্লাহ) তাআলা নসীব করুক।

(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ১৬১০)

শরাবে মুহাব্বাত কুচ এয়্যছি পিলা দে কাভী ভি নাশা হো না কম ইয়া ইলাহী!
মুঝে আপনা আশিক বানা কর বানা দে তু সর তা পা তাচভীরে গম ইয়া ইলাহী!

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সমাজে মদের মন্দ প্রভাব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকার আলোকে আমরা মদ্যপানের ভয়াবহ শিক্ষণীয় সতর্কবাণী শ্রবণ করলাম, তাছাড়া এটাও জানলাম যে, মদ কিরূপ নিকৃষ্ট বস্তু, যার কারণে মদ্যপায়ীকে কিয়ামতের দিন পুঁজ পান করতে হবে।

মদ পানের ক্ষতিসমূহ

মদ পানের অনেক ক্ষতি হলে এই যে: (১) মদ পানের কারণে লাখ লাখ মানুষ বিভিন্ন ভয়ঙ্কর এবং মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। (২) অসংখ্য মানুষ মদ পানের কারণে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। (৩) অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনার কারণ মদ পান করে গাড়ি চালানোর জন্যই হচ্ছে। (৪) হাজারো মানুষ মদ্যপায়ীর হাতে নির্দোষ হত্যাযজ্ঞের শিকার হচ্ছে। (৫) লাখো মহিলা মদ্যপায়ী স্বামীর অত্যাচারের সম্মুখিন হচ্ছে এবং مَعَاذَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ অনেক মহিলারাও এই কবীরা গুনাহের অশুভ খপ্পরে পড়ে জাহান্নামের ভাগীদার হচ্ছে। الْأَمَانُ وَالْحَفِيفُ

এছাড়াও পবিত্র বংশকে ধ্বংস, উদাসীন, অশীলতা, পরিবার নিশ্চিহ্ন, আশা আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট এবং মেধার ক্ষতি ইত্যাদিও মদ্যপানের ক্ষতি সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সুবুদ্ধি এবং হেদায়ত দান করুক আর মদ্যপানের জঘন্য আপদ থেকে মুক্তি দান করুক। (সীরাতুল জিনান, পারা ৭, ৩/২২-২৩)

গুনাহ করতে হয়ে গর মর গেয়া তু কিয়া করোঙ্গা মে,
বনে গা হায় মেরা কিয়া করম ফরমা করম মাওলা।
মুসলমাঁ হো আগর ছে বদ হোঁ, সাচ্চা দিল ছে করতা হোঁ,
তেরে হার ছুকুম কে আ'গে সরে তাসলিম খম মাওলা।
তু ব্যস রেহনা সদা রাজি, নেহী হে তাবে না রাজি,
তু নাখোশ জিস ছে হো বরবাদ হে তেরে কসম মাওলা।
আতা কর আ'ফিয়াত তো নাযআ ও কবর ও হাশর মে ইয়া রব!
ওয়াসীলা ফাতেমা যাহরা কা কর লুতফ ও করম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৭, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ভাঙ এর ক্ষতি সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এভাবে ভাঙ পান করাও অনেক ক্ষতিকারক, ভাঙ এক রস যা অঙ্গকে বোধশক্তিহীন বানিয়ে দেয়। আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: অনেক ওলামায়ে কিরামগণ رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَام বলেন: এটা খাওয়াতে একশত বিশটি (১২০) দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি সাধিত হয়, যার মধ্য হতে কয়েকটি হলো:

(১) ভাঙ মানুষকে নিকৃষ্ট চিন্তায়ুক্ত বানিয়ে দেয় (২) মানুষের প্রাকৃতিক সতেজতাকে শুকিয়ে দেয় (৩) শরীরকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করে দেয় (৪) এর কারণে ভুলে যাওয়া রোগ সৃষ্টি হয় (৫) মাথা চক্কর দেয় (৬) বংশধারা নষ্ট হয়ে যায় (৭) পুরুষালী শক্তি শেষ হয়ে যায় (৮) ভাঙ হঠাৎ মৃত্যুর কারণ (৯) জ্ঞানকে বিকৃত ও ধ্বংস করে দেয় (১০) যক্ষ্মা এবং (১১) পেট ফোলা আর বেশি পিপাসা লাগার রোগ সৃষ্টি হয় (১২) চিন্তা ভাবনা বিকৃত হয়ে যায়

(১৩) মানুষ আল্লাহ্ তাআলার স্বরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায় (১৪) গোপন বিষয় ফাস করে দেয়, (১৫) খারাপ কাজ করা শুরু করে (১৬) তার লজ্জা শেষ হয়ে যায় (১৭) অনেক বেশি দেখানো কাজ করে (১৮) ভালবাসা শেষ হয়ে যায় (১৯) ভাঙ এর কারণে এমন আত্মভোলা হয়ে যায় যে, অনেক সময় তার সতর (অর্থাৎ শরীরের ঐ অংশ যা লুকানো ফরয) পর্যন্ত খুলে যায় (২০) আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়ে যায় (২১) জ্ঞান লোপ পেয়ে যায় (২২) ইবলিশের সহযোগী হয়ে যায় (২৩) নামায থেকে উদাসীনতা বেড়ে যায় (২৪) হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায় (২৫) কুষ্ঠ ও (২৬) ধবল রোগের শিকার হয় (২৭) সর্বদা রোগ লেগে থাকে (২৮) স্থায়ী সর্দিতেও আক্রান্ত হয়ে যায় (২৯) ভাঙ এর কারণে কলিজা ছিদ্র, (৩০) মূখ দুর্গন্ধময় এবং (৩১) দাঁত নষ্ট হয়ে যায় (৩২) পলকের চুল ঝড়ে যায় (৩৩) দাঁত হলদে হয়ে যায় (৩৪) দৃষ্টি শক্তি কমে যায় (৩৫) শরীর অলস হয়ে যায় (৩৬) অত্যধিক ঘুম আসে (৩৭) কাজ কর্মে অলসতা সৃষ্টি হয় (৩৮) ভাঙ এর কারণে সবল দুর্বল হয়ে যায়। (৩৯) সম্মানিত ব্যক্তি অপমানিত হয় (৪০) স্বাস্থ্যবান, রোগাক্রান্ত হয়ে যায় (৪১) বাহাদুর ভীর্ণ হয়ে যায় (৪২) মানুষ নিকৃষ্ট ও দুর্বল হয়ে যায় (৪৩) যদি তাকে খাওয়ানো হয় তবে সে পরিতাপ্ত হয় না (৪৪) দান করা হলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না (৪৫) যদি কিছু বলা হয় তবে আমল করে না (৪৬) ভাঙ বাকপটুকে বোবা বানিয়ে দেয় এবং (৪৭) মেধাবীকে মেধাহীন বানিয়ে দেয় (৪৮) বুদ্ধিমত্তাকে ধ্বংস করে দেয় (৪৯) হতভাগা এবং (৫০) অভিশপ্ত বানিয়ে দেয় (৫১) জান্নাত থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে (৫২) মৃত্যুর সময় কালেমা শাহাদত ভুলিয়ে দেয়।

(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১/৬৯২-৬৯৩)

صَلِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

تُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

صَلِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

আফিনের ক্ষতি সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ভাঙ এর এই ক্ষতিকারক দিকগুলো বর্ণনা করার পর বলেন যে এই সকল ক্ষতি সমূহ আফিনের মধ্যেও পাওয়া যায় বরং আফিনের মধ্যে এর চেয়ে বেশি যে, এতে আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন; তা ভক্ষনকারীর অবস্থা দেখেই বুঝা যায় এবং তা ভক্ষনকারীর অবস্থা থেকে আজব বিষয় পরিলক্ষিত হয়: (১) এতে শরীর ও (২) জ্ঞান বিকৃত হয়ে যাওয়া এবং (৩) তার অপমান জনক পোষাক পরিধান এবং বিকৃত আকৃতির হয়ে যাওয়া (৪) আফিন ব্যবহারে অভ্যস্থ ব্যক্তি কখনো সঠিক পথে ফিরতে পারে না (৫) মনুষ্যত্ব এবং চরিত্র নষ্টকারী বিষয়ের দিকেই চলে যায়।

(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১/৬৯২)

আল্লাহু তাআলা আমাদেরকে তাঁর আনুগত্যে তৌফিক দান করুক, আমাদের সমাজের প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ দান করুক, এমন নেশা থেকে পরিস্কার পরিছন্ন রাখুক এবং আমাদের তাঁর নাফরমানী থেকে বাঁচাক।

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

লামহা লামহা বাড় রাহি হে হয়! নাফরমানিয়াঁ,

অউর গুনাহোঁ কি নেহী জাতি হে আ'দত ইয়া রাসূলান্নাহ!

নেকীয়োঁ মে ইয়া রাসূলান্নাহ দিল লাগ জায়ে কাশ!

অউর গুনাহোঁ হে মুঝে হো জায়ে নফরত ইয়া রাসূলান্নাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪১, ২৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মদ, ভাঙ, আফিন ইত্যাদি কিরূপ ভয়ঙ্কর ক্ষতি কারক, যদিওবা এই দ্রব্যগুলো নেশা সৃষ্টি না করে তবুও এর ব্যবহার গুনাহ। আসুন! এই প্রসঙ্গে ফাতোয়ায়ে রযবীয়া থেকে একটি প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করি:

প্রশ্ন:- ওলামায়ে দ্বীন এই মাসআলা সম্পর্কে কি বলেন, কোন ব্যক্তি মদ ব্যতীত ভাঙ, আফিন, তাড়ি, গাঁজা এই পরিমাণ পান করলো, যাতে নেশা হলো না। সেই ব্যক্তি কি হারাম কাজ করলো নাকি না? বর্ণনা করে সাওয়াব অর্জন করুন।

উত্তর:- নেশাই হারাম, নেশার দ্রব্য পান করা যাতে নেশাখোরদের অনুকরণ হয়, যদিও নেশার পর্যায়ে না পৌঁছে, তবুও গুনাহ। এমনকি ওলামারা ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিশুদ্ধ পানিও এমনভাবে পান করা যেমনভাবে মদ্যপায়ীরা পান করে, হারাম। তবে হ্যাঁ! যদি ঔষধের জন্য কোন মিশ্রনে আফিন বা ভাঙ বা গাঁজার এতো সামান্যতম অংশ ঢালা হয় যা মস্তিষ্কে কোন প্রভাব পড়ে না তবে সমস্যা নাই, বরং আফিনের ক্ষেত্রে এর থেকেও বাঁচা উচিত কেননা এই মন্দ দ্রব্যটির প্রভাব এমন যে পাকস্থলিতে ছিদ্র সৃষ্টি করে, যা আফিন ছাড়া অন্য কিছুতে পরিপূর্ণ না হয় তবে নিরুপায় হয়ে এর পরিমাণ বাড়তে হয়। وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى (ফাতোয়ামে রযবীয়া, ২৫/২১৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সকলের উচিত, এই সকল ধ্বংসাত্মক দ্রব্য থেকে কয়েক শত মাইল দূরে থাকা এবং আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করা। দূর্ভাগ্য জনক ভাবে আমাদের সমাজে এই ধ্বংসাত্মক নেশা এবং হারাম নেশা জাতীয় দ্রব্য ছাড়াও একটি বড় অংশ পান গুটকা খাওয়ায় অভ্যস্ত, পান গুটকা যদিও হারাম ও নেশা জাতীয় নয়, তবুও এর ক্ষতি কোনভাবে কম নয়। সুতরাং নিজের অবস্থার প্রতি দয়া করে এবং এগুলোও সম্পূর্ণ রূপে বয়কট করুন। আসুন এরও ধ্বংসাত্মকতা লক্ষ্য করুন।

মাড়ীর ক্যান্সার জনিত রোগের কাহিনী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুনাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর লিখিত রিসালা “পান গুটকা”য় লিখেন: প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি, একদা আমাকে বলল: আমার মাড়ীতে ক্যান্সার হয়েছে। অপারেশনও করিয়েছি, কিন্তু সুফল পায়নি। আসলে আমি দৈনিক ২০ থেকে ২৫টি পান খেতাম, আর সিগারেট এক আধ প্যাকেট পান করে নিতাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি এখনও পান-সিগারেট চালিয়ে যাচ্ছেন? সাথে সাথে লোকটি দুই হাতে কান ধরে বললেন: এই দুইটি জিনিসই তো আজ আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, আর মৃত্যুর দারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। আমি সেগুলো কীভাবে চালিয়ে যেতে পারি?

(পান গুটকা, পৃষ্ঠা ৪)

পান-সিগারেট ও গলার ক্যান্সার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কিভাবে পান ও সিগারেট ঐ ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দিলো, এমনকি তার মাড়ীতে ক্যান্সার হয়ে গেলো। এরূপ আরো অনেক রোগী রয়েছে যারা বিভিন্ন ভাবে তামাক খাওয়ার কারণে কঠিন কষ্ট ও পেরেশানীতে লিপ্ত রয়েছে।

মনে রাখবেন! পান সিগারেট অধিক পরিমাণে ব্যবহারকারীর প্রথম প্রথম তাদের আওয়াজ নষ্ট হয়ে যায় এবং গলায় রোগ সৃষ্টি হয়। এই কষ্টটিকে যদি তারা সতর্ক সঙ্কেত (**NOTICE**) হিসাবে ধরে নিয়ে পান সিগারেট খাওয়া বাদ না দেয়, তাহলে তা বৃদ্ধি পেয়ে (আল্লাহ না করুক) গলার ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। কথিত আছে: গলার ক্যান্সারের রোগীদের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন লোকই এমন রয়েছেন, যারা পান সিগারেটে অভ্যস্ত। বর্তমানে কিডনীর পাথুরী রোগের ছড়াছড়ি। এই রোগটির বড় একটি কারণ হলো; চুন-সুপারী। কিডনী থেকে বের হওয়া পাথর যখন পরীক্ষা (**EXAMINE**) করা হয়ে থাকে, তখন তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্যালসিয়ামের আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি কখনো কখনো কিডনীর পাথরে সুপারীর অংশ বিশেষও বিদ্যমান থাকে। যেসব লোক স্বাদের জন্য গুটকা ও বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধিময় সুপারী খেয়ে থাকেন তাদের উদ্দেশ্যে আবেদন যে, কোন ডাক্তারের বর্ণনা মতে, কিডনীর শতকরা ৮০ ভাগ পাথর সুপারীর কারণেই হয়ে থাকে। (আল্লাহ না করুক) কিডনী নিষ্ক্রিয় (**Fail**) হয়ে যাওয়া কিংবা তাতে ক্যান্সার (**Kidney cancer**) হয়ে যাওয়াও পান গুটকা অধিক পরিমাণে খাওয়ার ক্ষতিসমূহের মধ্যে একটি।

মে পুডি অউর গুটকা পান খানা ছোড় দো,
ভাইয়ৌ সিগারেট কা ধোয়াঁও উড়ানা ছোড় দো।
ক্যান্সার গড় হো গেয়া ঘাবড়াও গে পচতাও গে,
সর ফটক কর রেয়ৌ গে, পর কুহ না তুম কর পাও গে।

صَلِّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلٰى الْحَبِيبِ!

পানের পরকালিন ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** পান গুটকা খাওয়া ব্যক্তিদের আখিরাতে প্রস্তুতির মাদানী মানসিকতা দিতে গিয়ে বলেন: যদি সাওয়াব অর্জনের ভাল ভাল নিয়্যত না থাকে তবে বাজারী পান খাওয়াতে আখিরাতে বিষয়েও ক্ষতিই দেখতে পাওয়া যায়। কেননা, এতে করে জীবনের মূল্যবান মূহর্তগুলো পান-সুপারী চিবানোতে নষ্ট হয়ে যায়। এই সময়টুকুতে মানুষ জিকির, দরুদ ইত্যাদি পড়া থেকে দূরে থাকে এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না। বার বার পিক আর থু থু ফেলে অন্যের ঘৃণা ও বিরক্তির কারণ হয়। কারো কাপড়ে, গাড়ীতে বা দেওয়ালে পিক মারলে তাদের হক নষ্ট করা হয়। আর অযু করার সময়ও পান-খেকো লোক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। আসুন! এই প্রসঙ্গে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১ম খন্ডের ৮৩৮ পৃষ্ঠার ইবারতের সারাংশ শ্রবণ করি:

পান খেকোরা লক্ষ্য করুন

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: যারা পান খাওয়াতে অভ্যস্ত, বিশেষ করে তাদের দাঁতে যখন ফাঁক সৃষ্টি হয়, তখন সুপারীর ছোট ছোট কণা মুখের ভেতরকার বিভিন্ন ফাঁকে ঢুকে যায়। এতে করে তিন বার বরং দশ বার কুলি করলেও যথাযথ ভাবে মুখের গভীরে পরিষ্কার করা যায় না। খিলাল করেও সেগুলো বের করে আনা যায় না। মিসওয়াক করেও না। পানিকে কুলির মাধ্যমে ফাঁকগুলোতে বার বার প্রবেশ করিয়ে সেখানকার লেগে থাকা সুপারীর ক্ষুদ্র অংশগুলো ছিড়ে ছিড়ে আস্তে আস্তে বের করে আনা ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। সে ক্ষেত্রেও কুলি যে কয়বার করতে হবে তারও কোন সীমা নেই। অথচ পরিপূর্ণ রূপে মুখগহ্বরকে পরিষ্কার করার প্রতি শরীয়াতের জোর তাগাদা রয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: বান্দা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায়, ফেরেশতারা তার মুখের উপর মুখ রাখে, বান্দাটি যা পড়ে, তার মুখ থেকে বের হয়ে তা ফেরেশতাদের মুখে প্রবেশ করে। তখন যদি বান্দার মুখে দাঁতের ফাঁকে কোন খাদ্যদ্রব্যের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ থেকে যায়, তাহলে ফেরেশতাদের এরূপ কষ্ট হয় যে, অন্য কিছুতে তদ্রূপ কষ্ট হয় না। (ফাতোয়ায়ে রযবীয়া, ১/৮৩৮)

ফিরিশতাদের কষ্ট হয়

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “তোমাদের কেউ যখন রাতে নামায পড়ার নিয়ত করবে, সে যেন মিসওয়াক করে নেয়। কেননা, সে যখন ফিরাত পড়ে তখন ফিরিশতা তার মুখকে এর মুখের উপর এনে রাখে। যা কিছু এর মুখ থেকে বের হয়, তা ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে।” (শুআবুল ইমান, ২/৩৮১, হাদীস: ২১১৭) অপর এক হাদীসে হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনছারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন: ফিরিশতার পক্ষে এর চেয়ে অধিকতর কষ্টকর কিছুই নেই যে, সে নিজের সাথীকে নামায পড়তে দেখবে আর তার দাঁতের ফাঁকে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ আটকানো থাকবে।

(আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ৪/১৭৭, হাদীস: ৪০৬১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! পান গুটকা সেবন কারী লোকেরা অনেক দ্বিনি, দুনিয়াবী এবং শারীরিক ক্ষতির শিকার হওয়ার পাশাপাশি নিজের মুখের দুর্গন্ধ এবং আবর্জনা থেকে খোদার সৃষ্টি বরং مَعَادَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ নিষ্পাপ ফিরিশতাদেরও কষ্ট দেয়ার কারণ হয়। সুতরাং এমন মুসলমানদের উচিত যে, সে যেন তাড়াতাড়ি এই আপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করে।

“পান গুটকা” রিসালার পরিচিতি

পান গুটকার ধ্বংসাত্মকতা সম্পর্কে আরো জানার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ রচিত ২৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা “পান গুটকা” অধ্যয়ন করা অতীব উপকারী, এই রিসালায় তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ চূনের ক্ষতিসমূহ, আসল খয়ের এর উপকারীতা ও নকল খয়ের এর ক্ষতি সমূহ ছাড়াও অত্যন্ত উপকারী বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং আজই এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনার যেকোন শাখা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজেও পাঠ করুন এবং অন্যকেও উৎসাহিত করুন। এই রিসালাটি দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পাঠ করতেও পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউটও (Print Out) করতে পারবেন।

আসুন! এবার সিগারেট এবং তামাকের ক্ষতিসমূহও শ্রবণ করি।

সিগারেটের শারীরিক ক্ষতি

(১) সিগারেট পানকারী নিজের পকেটের টাকা খরচ করে যেন নিজের জন্য বিপদ কিনে আনে এবং অপরকেও ধোয়া দ্বারা ক্ষতির সম্মুখিন করে। (২) এর ব্যবহারের ফলে নেকী এবং ইবাদত ভারী অনুভূত হয়। (৩) এর ব্যবহার কারী মন্দ সংস্পর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। (৪) এর ব্যবহারে মূখ এবং জিহ্বার ক্যান্সার হয়ে যায়। (৫) শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়। (৬) চেহারা এবং শরীরের রং নষ্ট হয়ে যায় তাছাড়া (৭) চেহারা এবং শরীরে কুশী বলিরেখা পড়ে যায়। (৮) হার্টএটাক এর সম্ভাবনা থাকে। (৯) সিগারেট ও তামাক পানকারী স্থায়ী কাঁশির শিকার হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো, নেশার ধ্বংসাত্মকতা কতই ভয়াবহ যে, এর গননা করা যাবে না, নেশায় অভ্যস্তরা আল্লাহর হুকু এবং বান্দার হুকু দুটিই নষ্ট করে, এমনকি নিজের শরীরের হুকুও আদায় করে না, তার শরীর অলস হয়ে যায়, মেহনত করার উপযুক্ত থাকে না, ফলে সমাজে নিজের সম্মান হারিয়ে ফেলে এবং অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, পরিবারের লোকেরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং বন্ধু বান্ধবগন তাকে এড়িয়ে চলে, উদাসীন থাকে এবং দুঃখে জীবন অতিবাহিত করে, মোটকথা এমন কোন পেরেশানি নাই যা এই নেশায় অভ্যস্ত ব্যক্তির হয় না, কিন্তু দূভাগ্যজনক ভাবে বর্তমানে নেশার ব্যবহার বড়ই দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে, যার কারণে পুরো জাতি, বিশেষ করে যুব সমাজ গভীরভাবে এতে আগ্রহী হচ্ছে। সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা যেন নিজের উদ্যোগে নেশাকে প্রতিরোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা করি এবং তা এভাবে যে, নিজেও এই দ্রব্যগুলো থেকে বাচাঁবো, নিজের সন্তানদেরও কঠোরভাবে এ থেকে বাচাঁবো, তাদের অনুসরণ, আচরণ এবং সংস্পর্শের দিকে খেয়াল রাখবো যে, তারা কি করছে এবং কেমন বাচ্চা বা ছেলের সাথে তাদের উঠা বসা, এছাড়াও আমাদের উচিত যে, নেশায় অভ্যস্ত হওয়া রোগীদেরও এই দ্রব্যসমূহ থেকে বাঁচার উৎসাহ প্রদান করবো, কেননা এটা এক উত্তম আমল এবং ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সাওয়াবের কাজ।

আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও রোগীদের না শুধু সহানুভূতি দেখাতেন বরং তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা এবং বাঁচার দিকনির্দেশনাও ইরশাদ করতেন। যেমন,

হযরত সাযিয়্যাতুনা উম্মে মুনযির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এরূপ এক ঘটনা উল্লেখ করে বলেন: নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে আসলেন, হযরত আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁর সাথে ছিলেন, আমার এখানে খেজুরের গুচ্ছের টাঙ্গানো অবস্থায় ছিলো, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তা খেতে লাগলেন, হযরত আলীও খেতে লাগলেন, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: হে আলী! দাড়াও, দাড়াও! (অর্থাৎ তুমি এই খেজুর খেও না) কেননা তুমি এখনো অবসাদে রয়েছো (অর্থাৎ তুমি কিছুদিন হয় রোগমুক্ত হয়েছো এবং তোমার এখনো দুর্বলতা রয়েছে একারণে তোমার এ থেকে বিরত থাকাই উচিত) হযরত সাযিয়্যাতুনা উম্মে মুনযির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: অতঃপর আমি তাঁর জন্য বীট-পালং এবং জাউ পাকালে তখন নবী করীম, রউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: হে আলী! এগুলো খাও কেননা এগুলো তোমার জন্য উপকারী এবং উপযোগী। (তিরমিযী, কিতাবুত তিব, ৪/৩, হাদীস নং-২০৪৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! খেজুর যেহেতু ভারী খাবার এবং রোগ মুক্তির সাথে সাথে এটা খাওয়া তে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সুতরাং প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে এর থেকে বিরত থাকার আদেশ করলেন। তাই আমাদেরও উচিত যে, আমরাও আমাদের মুসলমান ভাইদের মঙ্গলকামনার করে তাদের শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিজের সাধ্য মতো মনোযোগ রাখা এবং তাদের ক্ষতিকারক দ্রব্য বিশেষ করে নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে বাধা প্রদান করা।

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

লোকেরা নেশায় কেন অভ্যস্ত হয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন এবার এটা জানার চেষ্টা করি যে, এমন কোন কারণে লোকেরা সাধারণত নেশার আপদে লিপ্ত হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এই কারণ গুলো থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচানো সম্ভব। নেশার ভুল পথ অবলম্বন করার কয়েকটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে মন্দ সঙ্গ অবলম্বন করা।

(১) মন্দ সঙ্গ

এক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ৯০ ভাগ লোক নেশায় অভ্যস্ত, যারা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, মন্দ সঙ্গ এবং খারাপ বন্ধুর কারণে হয়, প্রথমেতো খারাপ বন্ধুরা ফ্রিতে অনুরোধ করে নেশা করায় এবং পাশাপাশি ভিত্তিহীন উপকারীতা বর্ণনা করে বলে যে, আরে দেখ একবার ট্রাই করে তো দেখ দুঃখ দূর হয়ে যাবে, দেখ কষ্ট ভুলে যাবি, না খেলে জীবনই বৃথা, টাকা নিচ্ছি নাকি তোর থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি, ব্যস শুরু এভাবেই হয় অতঃপর যখন নেশা জাতীয় দ্রব্য একবার ব্যবহার করে তখন তা তার অভ্যাসে এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, এর থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে যায়। এভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি শুরু হয়ে যায়।

(২) ঘরের পরিবেশ

নেশায় পতিত হওয়ার আরো একটি কারণ ঘরের পরিবেশ, অনেক সময় পিতা মাতাকে নেশায় লিপ্ত দেখেও সন্তান নেশায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, সুতরাং যদি সন্তানকে এই রোগ থেকে বাঁচাতে চায় তবে তাদেরও এই নেশা থেকে সম্পূর্ণভাবে বাঁচতে হবে।

(৩) ভবঘুরে

এভাবে ভাল ও সঠিক কাজে ব্যস্ত হওয়ার পরিবর্তে বাউভুলেপনা করা এবং অহেতুক কার্যকলাপে পড়ে থাকাই অনেক মন্দ স্বভাবের পাশাপাশি নেশায় পতিত হওয়ারও কারণ হয়।

বাউভুলেপনার কারণে নেশার আবর্তে পতিত এই ব্যক্তি ঐ সময়টিও ভুলে যায় যে যখন সে একেবারে নিঃশ্ব ও অসহায় ছিলো, মায়ের স্নেহময় কোলের মুখাপেক্ষী ছিলো, নিজের পায়ে দাড়ানোর জন্য সেই পিতার মায়ী মমতাপূর্ণ হাত বরং তার আঙ্গুলের সাহায্য প্রয়োজন হতো, এই দূর্ভাগা ব্যক্তি সেই সময়কেও ভুলে যায় যে, তার পেটে কোন কষ্টের কারণে মা সারা দিন কাজ কর্ম করার পরও পুরো পুরো রাত নিজের ঘুমকে বিসর্জন দিত, আমার কলিজার টুকরো কিরূপ কষ্টে পতিত হয়েছে, আর এই দূর্ভাগা সেই সময়কে ভুলে যায়, যখন তার মুচকি হাসিতে দুঃখি পিতা মাতার চেহারা উদাসীনতা খুশিতে পরিবর্তন হয়ে যেতো, এই দূর্ভাগা সেই সময়কে ভুলে যায় যে, যখন সে নিজের পায়ে দাড়িয়ে চলার বয়সে পৌঁছলো, তার দাড়ানোতে তার মা বাবা না জানি কতযে খুশি হয়েছিলো, এই দূর্ভাগা ব্যক্তি সেই সময়কেও ভুলে যায় যে, যখন সে নিজে শুয়ে থাকতো, মা তার জন্য নাশতা ও স্কুলের প্রস্তুতির জন্য কতই মেহনত করে তা সম্পন্ন করতো, এই দূর্ভাগা সেই সময়টিও ভুলে যায় যে, যতক্ষণ সে স্কুল থেকে ফিরে না আসতো বা যদি কোন দিনে কোন কারণে দেৱী হয়ে যেতো, তবে চিন্তায় মায়ের উপর অসহ্য ও অধৈর্যের মেঘ ছেয়ে যেতো, চোখের পলক যেন দরজায় লেগে থাকতো যেন বাইরে থেকে কখন এই শব্দ শুনা যায় যে, “মা আমি এসে গেছি”, অতঃপর তার আসার খুশিতে মা তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিতেন, কখনো মাথায় চুমু দিতেন কখনো কোমল হাতে তার চেহারা পরিস্কার করতেন, খুশির তাড়নায় কখনো চোখ থেকে পানির ধারা বয়ে যেতো কখনোবা অতীব খুশি অজোড়ে কান্না করতেন। আহ! এই দূর্ভাগা ব্যক্তি যখন মায়ের স্নেহময় কোল থেকে দূরে পালিয়ে, দয়াময় পিতাকে কষ্ট এবং দুঃখ দিয়ে মন্দ বন্ধুদের এবং খারাপ অনুষ্ঠানে নিজের সময় নষ্ট করে তখন অনেক সময় অপমান ও অপদস্থতা তার এমন নিয়তি হয়ে যায় যে, যুগ তা অবলোকন করে।

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! হে আশিকানে রাসূল! এরূপ লাখে যুবককে মা বাবার সাথে মিলানোর চেষ্টা করুন যে, যাদের জীবনের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে, এমন লোকদের নিকটও নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন, খুবই নন্দ ও ভালবাসার সহিত এদেরকে ইনফিরাদি কৌশিশ করে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করুন,

এই দূর্ভাগা আশিকানে রাসুলকে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর আচলে সম্পূক্ত করে দিন। যদি এদের মধ্যে কেউ সত্যিকার তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে, মা বাবার চোখের মনি এবং অন্তরের প্রশান্তি তাদের নিকট ফিরে আসে তবে এদের দুঃখী হৃদয়ের কত দোয়াই যে বের হবে, যা আমাদের জন্য আখিরাতে মুক্তির উপায় হতে পারে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি ঘরের বয়স্করা ছোটদের একেবারে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়, চোখ বন্ধ করে তাদের উপর ভরসা করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা ছেড়ে দেয় যে, রাত দেরী পর্যন্ত কোথায় ছিলে, কার সাথে ছিলে, তবে এই অসাধনতার কারণে সন্তান মন্দ লোকের হাতে চলে যায় এবং এভাবেই নেশার আপদে গ্রেফতার হয়ে যায়। সুতরাং পরিবারের বয়স্কদের উচিত, সন্তানদের দিন বা রাতে অযথা শুধুমাত্র সময়ক্ষেপন করার জন্য ঘরের বাইরে যেতে না দেয়া তাছাড়া যদি সে কোন জরুরী কাজে বাইরে যায় এবং আসতে দেরী হয়ে যায় তবে তাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করুন যে এতক্ষন কোথায় ছিলে যেন ভবিষ্যতে তাড়াতাড়ি ঘরে আসার অভ্যাস হয়ে যায়।

(৪) পরিণতি থেকে উদাসীন থাকা

নেশার মতো মন্দ অভ্যাসে পতিত হওয়ার এক কারণ এই ভয়ানক কাজের পরিণতি এবং দ্বীনি, দুনিয়াবী ও শরীরিক ক্ষতি সম্পর্কে উদাসীনতাও। প্রকাশ্য যে, যখন কারো কোন জিনিষের ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তবে সে তা থেকে বাঁচার চেষ্টাও করে না। সুতরাং যে এই অমঙ্গল থেকে বাঁচতে চায়, তার উচিত যে, এর ক্ষতির দিকটি অবশ্যই সামনে রাখা।

(৫) সম্পদের আধিক্য

নেশার অভ্যাসে লিপ্ত হওয়ার একটি কারণ সম্পদের আধিক্য, যদি কারো নিকট সম্পদের আধিক্য বা কোন কষ্ট ছাড়া টাকা আসে তবে তা খরচ করতে কোন প্রকার কুর্থাবোধ বা দুঃখ অনুভূত হয় না।

সুতরাং অহেতুক খরচ করতে গিয়ে নেশায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, এমন ব্যক্তির এই বিষয়টি ভাল ভাবে মনে রাখা উচিত যে, কোরআনে পাকে অহেতুক খরচ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং অহেতুক খরচকারীকে শয়তানের ভাই ঘোষণা করা হয়েছে, তাছাড়া এই বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, নেয়ামতের সম্মান করলে নেয়ামত বৃদ্ধি পায় এবং এর অসম্মান করা ও ভুল ব্যবহারের পরিনতি অত্যন্ত মন্দ হয়।

কোরআনে করীমে পারা ১৩ সূরা ইব্রাহিম এর ৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

لَيْسَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْسَ

كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ‘যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে আরো অধিক দেবো এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি কঠোর’।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত, নেশার দিকে উৎসাহিত হওয়ার এই সকল কারণ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বেঁচে থাকা যা আমরা এতক্ষণ শুনছি এবং বিশেষ করে মন্দ সঙ্গ থেকে দূরে থাকুন। মন্দ সঙ্গ থেকে বাঁচার এক উত্তম উপায় হচ্ছে নেককারদের সঙ্গ অবলম্বন করা এবং উত্তম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া, সুতরাং আপনারা সকল ইসলামী ভাইদের প্রতি মাদানী অনুরোধ যে, না আপনি নিজেই শুধু দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হবেন বরং নিজের পরিবারের সদস্য, বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনদেরও এই প্রিয় মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করুন, إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এর বরকতে আমলদার মুসলমান হয়ে জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য নসীব হবে। তাছাড়া আরো রহমত ও বরকত পাওয়ার জন্য যেলী হালকার বার (১২) মাদানী কাজে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করুন।

ফযরের পর মাদানী হালকা

যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিনের একটি মাদানী কাজ ফযরের পর মাদানী হালকায় অংশ গ্রহণ করাও। যাতে প্রতিদিন ৩ আয়াত কোরআনের তিলাওয়াত অনুবাদ ও তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান বা তাফসীরে নূরুল ইরফান বা তাফসীরে সীরাতুল জিনান ছাড়াও ফয়যানে সুন্নাত হতে ৪ পৃষ্ঠা এবং শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিযায়ীয়া আত্তারীয়া থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাঠ করা হয়। কোরআনে করীম পড়া ও পড়ানোর অনেক বরকত রয়েছে।

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোরআনে করীম শিখলো, শিখালো এবং তার উপর আমল করলো, কোরআনে করীম তার শাফায়াত করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে। (তাল্লিখে দামেশক, ৩/৪১) সুতরাং আপনিও নিয়মিতভাবে মাদানী হালকায় অংশগ্রহণ করার নিয়ত করে নিন, তাছাড়া দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ব্যাপকভাবে নেকীর দাওয়াতের সারা জাগানোর মাদানী কাফেলায় সফরকে অভ্যাসে পরিণত করে নিন, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এতে খুব বরকত অর্জিত হবে। আসুন উৎসাহ প্রদানার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

নেশার বদঅভ্যাস ছুটে গেলো

আত্তারাবাদ (জেকব আবাদ, বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এলাকার এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা এরূপ: প্রথমে আমি ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী এবং মন্দ চরিত্রে ভয়াবহতায় ডুবে ছিলাম, প্রতিদিন রাতে ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ভাঙ, গাঁজা এবং মদ্যপান ইত্যাদি নেশা করতাম, অতঃপর মাতাল হয়ে ঘরে আসতাম এবং বিছানায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতাম। আমার মা আমার অবস্থা দেখে কাঁদতে থাকতো এবং আমাকে বুঝাতেন কিন্তু তা আমার উপর কোন প্রভাব পড়তো না। অতঃপর সম্ভবত ২০১০ সালে আমাদের এলাকায় বন্যা হলো তখন আমরা একটি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আমি কঠিন অসুস্থ হয়ে গেলাম, আমার সৌভাগ্য যে, এরই মধ্যে আমার সাথে এক দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইয়ের সাক্ষাৎ হলো,

যার ইন্ফিরাদী কৌশিশের ফলে জীবনে প্রথমবার আমার মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে বদ আকীদা হতে এবং নেশার বদঅভ্যাস হতে তাওবা করার তৌফিকও নসীব হলো, এই বর্ণনা দেয়াবস্থায় আমি জামেয়াতুল মদীনায় দরজায়ে সানীয়া (অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষের) শিক্ষার্থী।

গর এয়র শরাবী মিটে হার খারাবী ছুড়ায়ে গা এয়রছা নাশা মাদানী মাহোল!
আগর চোর ডাকু ভি আ'জায়েগী তো সুদর জায়েগী গর মিলা মাদানী মাহোল!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মজলিশ মাকতুবাতে ও তাবীযাতে আত্তারীয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! দা'ওয়াতে ইসলামী দ্বীনে ইসলামের ১০০ টিরও বেশি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে মজলিশ মাকতুবাতে ও তাবীযাতে আত্তারীয়া।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! দা'ওয়াতে ইসলামীর মজলিশ মাকতুবাতে ও তাবীযাতে আত্তারীয়া এর অধীনে দুঃখী মুসলমানদের আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর অনুমতি প্রাপ্ত তাবীযের মাধ্যমে ফি সাবিলিল্লাহ্ চিকিৎসা করা হয়, তাছাড়া ইস্তিখারাও করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! সাপ্তাহে ২ দিন মাদানী চ্যানলে “রুহানী চিকিৎসা ও ইস্তিখারা” নামক অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হয়, যার মাধ্যমে হাজারো মুসলমান উপকৃত হয়। দুনিয়া জুড়ে আশিকানে রাসূলের মঙ্গল কামনায় ফোনের মাধ্যমেও ইস্তিখারা করা হয়, মাসে প্রায় ৫৫,০০০ (পঞ্চগ্ন হাজার) ইসলামী ভাই এর মাধ্যমে ইস্তিখারা করে থাকেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইটে “ইমেইল ইস্তিখারা সেবা”ও বিদ্যমান। এর মাধ্যমেও ইস্তিখারা করা যায়, দেশ বিদেশের আশিকানে রাসূলের জন্য “ওয়াটস এ্যপ (Whatsapp) ইস্তিখারা সেবা”ও বিদ্যমান রয়েছে, যার মাধ্যমে মাসে হাজারো ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন উপকৃত হচ্ছেন, দুর্দশাগ্রস্থ ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইটের “কাট সেবা” এর মাধ্যমে চিন্তাগ্রস্থ,

রোগাক্রান্ত এবং বিপদগ্রস্থদের জন্য কাট করা হয়, মাসে প্রায় ৬৫,০০০ (পয়ষাট হাজার) দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি এই সেবা দ্বারা উপকৃত হয়। (বাৎসরিক প্রায় ৭ লাখ ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষের কাট করা হয়।)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ! এখন পর্যন্ত এই মজলিশের পক্ষ থেকে আনুমানিক লাখে তাবীয়াতে আত্তারীয়া এবং সমবেদনা, শশ্রুয়া এবং সন্তোষ নামা প্রেরণ করা হয়েছে এবং এক অনুমানের ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত মজলিশের পক্ষ থেকে পাকিস্তান জুড়ে তাবীয়াতে আত্তারীয়ার বস্তা (স্টল) প্রায় ৭৫০, দেশের বাইরে প্রায় ২৩০, মাসিক রোগীর গড় সংখ্যা ৩,৩৫,০০০ (তিন লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার), তাছাড়া পাকিস্তান জুড়ে প্রায় ৮০ টি স্থানে “ইসলামী বোনদের” সাপ্তাহিক তাবীয়াতে আত্তারীয়ার বস্তা লাগানো হয়, যাতে তাবীয়াতে আত্তারীয়া প্রদান ও গ্রহণকারীরা শুধুমাত্র ইসলামী বোনেরাই হয়ে থাকে, এই বস্তাগুলোতে মাসিক হাজারো ইসলামী বোন উপকৃত হন। মাসিক মাকতুবাতে আত্তারীয়া (হাতে হাতে **By Hand**), ডাকের মাধ্যমে, নেটের মাধ্যমে প্রায় ৭০,০০০ (সত্তর হাজার), মাসিক তাবীয়াত ও বিভিন্ন অধিফা প্রায় ৬ লাখের মতো বন্টন করা হয়। তাছাড়া তাবীয়াতে আত্তারীয়ার বস্তা যিম্মাদারের ইনফিরাদী কৌশিশে হাজারো আশিকানে রাসূল মাদানী কাফেলায় সফর করে। হাজারো নতুন ইসলামী ভাই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে, হাজারো আশিকানে রাসূল সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় বাইয়াত হওয়ার সুযোগ পায়। অনেক সৌভাগ্যবান দাড়ি শরীফ এবং পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নেয়, যেলা হালকার ১২ মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করে, বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে ফরয জ্ঞান, সুন্নাত ও আদব শিখে শরিয়ত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টায় লেগে যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ! তাবীয়াতে আত্তারীয়ার বস্তায় “বিধর্মী ইসলাম কবুলের” ঘটনাও ঘটে, তাবীয়াতে আত্তারীয়া সংগ্রহকারীদের উৎসাহ প্রদানার্থে প্রতি মাসে মাকতাবাতুল মদীনার হাজারো রিসালা, সিডি ও ভিসিডি বন্টন করা হয়। দেশ বিদেশে দুর্দশাগ্রস্থ ইসলামী ভাইদের জন্য “গমখোয়ার ইজতিমা” করা হয়, যাতে সালাতুল হাজত, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং সম্মিলিতভাবে দোয়া করার পাশাপাশি ইস্তিখারা,

জন্ডিসের রোগীদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা এবং সকল সমস্যার তাবীয়াতে আত্তারীয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করার চেষ্টা করা হয়, এই ইজতিমাগুলোতে হাজারো ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করে এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ সাপ্তাহিক ইজতিমা, মাদানী মুযাকারায় নিয়মিত এবং সাথে সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যায়। তাবীয়াতে আত্তারীয়ার আকাজ্জী ইসলামী ভাইদের উচিত যেন তার তাদের শহরে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় এবং প্রতি সপ্তাহে সম্মিলিতভাবে মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করে এবং তাবীয়াতে আত্তারীয়ার বস্তা থেকে তাবীয সংগ্রহ করে।

আল্লাহ্ করম এয়সা করে তুবা পে জাঁহা মে,
এয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা নেশা জাতীয় দ্রব্যের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে শুনলাম যে এসব জিনিস বিরূপ ভয়ঙ্কর এবং মানুষকে কিভাবে দ্বীন ও দুনিয়াবী ক্ষতিতে পতিত করে দেয়। ❀ যে ব্যক্তি নেশার আপদে পতিত হয়ে যায়, সাধারণত তার ঘরের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। ❀ তার মা বাবা ও স্ত্রীর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থেকে যায়। ❀ লোকের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা বসে যায়। ❀ অনেক সময় নেশায় অভ্যস্তরা গালা গালি এবং মারামারি করে লোকদের কষ্ট দেয়। ❀ বিভিন্ন ধরনের ভয়ঙ্কর শারীরিক রোগের শিকার হয়। ❀ নেশার কারণে সে নিজের সম্পদ নষ্ট করে দেয়। ❀ নিজের হাতেই নিজেকে ধ্বংস করার বিপদ ডেকে আনে। ❀ নিজের জান, মাল ও সময় নষ্ট করে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের অসম্মান করে। সুতরাং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের উচিত যে, নিজেও এই ভয়ঙ্কর রোগ থেকে দূরে থাকা এবং অপরকেও এর থেকে বাঁচানো। দূর্ভাগ্যবশত যে এই মুসিবতে গ্রেফতার হয়ে গেছে, সে অতি শীঘ্রই তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করুন, সত্যিকার তাওবা করুন, এর উত্তম পন্থা হলো, মন্দ সঙ্গ ছেড়ে উত্তম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান,

সুতরাং সকল ইসলামী ভাইদের নিকট মাদানী অনুরোধ, নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আল্লাহু তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক।

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন কি সুন্নাত কা জু আয়না দার হে,

ব্যস ওহী তু জাহাঁ মে সমজদার হে। (ওয়সায়িলে বখশীশ, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত وَآمَنَتْ بِرَكَّتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর রিসালা “১০১ মাদানী ফুল” থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﷺ “সব সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে, ইসমাদ। কেননা, এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪৯৭) ﷺ পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরুহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরুহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) ﷺ শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) ﷺ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই,

(৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ইমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত) এ রকম করাতে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। মনে রাখবেন! সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ডান দিক শুরু করতেন তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১০১ মাদানী ফুল” এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১৬৩ মাদানী ফুল” হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

সুন্নাতেঁ সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে, হার মাহিনে চলে, কাফেলে মে চলে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ২৬৯-২৭০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২ টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হুযরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হুযর পুরনুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَتَا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্কা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তরীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)